



দীর্ঘ পাঁচ বছর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর অবশেষে সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটা সত্যিই আনন্দ ও জয়ের মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করেছে শিক্ষকদের মধ্যে।

গত ৩-৩-০১ দৈনিক সংবাদ-এ 'সমস্যা জর্জরিত শিক্ষক সমাজ : পদোন্নতি এক সোনার হরিণ' শীর্ষক আমার এক লেখা বের হয়েছিল। যাক শেষ পর্যন্ত পদোন্নতি যে সোনার হরিণ হয়ে থাকল না এতেই আমরা খুশি। গত ১৬ই এপ্রিল ৩২৭ জন সহযোগী অধ্যাপক পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক হয়েছেন। পদোন্নতির দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১শে মে ১১২০ জন সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। আশাকরি অচিরেই প্রভাষকগণও পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান সরকারের শেষ সময় এ পদোন্নতি সরকারি শিক্ষকদের উষ্ণ জীবনে যেন বর্ষার শ্যামলিমা। কিন্তু কোন আনন্দই অবিমিশ্র নয়। পদোন্নতির প্রাক্কালেই বেশকিছু শিক্ষক একরাশ বেদনা ও বঞ্চনা নিয়ে অবসরে চলে গেলেন। বছর দেড়েকের ভেতর শতাধিক শিক্ষক প্রমোশন আজ হয়, কাল হয় করে করে অবশেষে চাকরি জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরা সবাই অনভিপ্রেত কিছু মামলা ও প্রশাসনিক স্থবিরতার শিকার হয়েছেন। অন্ততপক্ষে এ পদোন্নতিটা যে ৬ মাস আগে দেয়া যেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তুখু কি তাই। এ পদোন্নতির ক্ষেত্রে গোপনীয় প্রতিবেদন (A.C.R) মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসিআর খারাপ থাকার দরুন ৬৩ জন শিক্ষক পদোন্নতি পাননি, যারা অধ্যাপক হতেন। সহযোগী অধ্যাপকও হতে পারেননি অনেক শিক্ষক এসিআর-এর জন্য।

আমার জানা মতে, A.C.R-এ নম্বর কম পেলে (৬০-এর কম) তাকে জানানো হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। মজার ব্যাপার এই যে, ৬১ থেকে ৮৩ পর্যন্ত নম্বর পেলে একজন ব্যক্তি উত্তম ও 'পদোন্নতির যোগ্য' বলে A.C.R বইতে উল্লেখ আছে। কোন প্রতিবেদনকারী ব্যক্তি প্রতিবেদনাধীন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন, পদোন্নতির যোগ্য বলেছেন, অথচ অজ্ঞতাবশত নম্বর দিয়েছেন ৬১ বা ৭০। অনেকেই সবাইকে গড়ে একই ধরনের নম্বর দিয়ে গেছেন। এর

সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি ও গোপন প্রতিবেদন

অধ্যাপিকা খুরশীদ জাহান

জনা কারো প্রমোশন হবে না এটা হয়তো তিনি ভাবেননি। 'পদোন্নতির যোগ্য' কথাটায় কর্মকর্তাটি টিকও দিয়েছেন এবং ভাল মন্তব্যও করেছেন। আবার এমন অধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানও আছেন যিনি তার অধীনে সবাইকে ৯০ থেকে ৯৮ও দিয়েছেন। যিনি প্রতিবেদন লিখবেন তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে সবাই একই নম্বর পেতে পারেন না— হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না। যাহোক এগুলো কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হয় যখন কোন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক A.C.R-এ প্রান্ত নম্বর ৮৪ থেকে বা ৮৫ থেকে একটানে কমিয়ে ৬১ করে দেয়া হয় কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি ৬১র কম দেন না, কারণ তাহলে আবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। শত্রুতা করে কাউকে A.C.R খারাপ দেয়া একটা বিবেকবর্জিত কাজ। কে শাড়িতে ফলস লাগাননি, কে দামি পোশাক পরেননি, কে দুবেলা সালাম দেননি এটা একজন ব্যক্তির গুণ হতে পারে না অন্তত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে। একজন শিক্ষকের প্রধান গুণ তার শিক্ষাদান ক্ষমতা, তার রচনাবলি, ছাত্র শিক্ষকের সাথে তার সম্পর্ক, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ মেনে চলা (যদি অন্যায় না হয়)।

শোনা যায় এবার নাকি অধ্যাপকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গড় নম্বর ৮০ এবং সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার জন্য গড় নম্বর ৭৪ ধরা হয়েছে। গত পাঁচ বছরের A.C.R-এর নম্বর গড় করা হয়েছে। পাঁচ বছরের A.C.R নম্বর গড় করে দেখা গেছে কারো কারো নম্বর কম হয়েছে। অথচ তার আবার পদোন্নতির ঘরে টিক চিহ্ন দেয়া আছে। তার প্রতি মন্তব্যও ভাল। এরা হলেন কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতার শিকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধান নিছক শত্রুতা করে কম নম্বর দিয়েছেন এবং বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

অথচ যার বিরুদ্ধে বিরূপ সবক'টি পরীক্ষায় প্রথম থেকে কাল নিষ্ঠার সাথে করেছেন। চেয়ে দুঃখজনক আর কি

পায়েটের জন্য কেউ বাদ পড়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এ দিয়ে একজনের মূল্যায়ন ক প্রকাশনা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উচিত। কোন অধ্যক্ষের জন্য কেউ বঞ্চিত হোক এটা নাহির মতল, কাম্য নয়। আশা করি কর্তৃক ময়মনসিংহ। শিক্ষকদের ব্যাপারটা পূর্ন সবাই প্রমোশনের যোগ্য এটা অনেক শিক্ষক আছেন, যারা নেন না, কলেজের কোন অবশ্যই প্রমোশন পাওয়ার তদন্তসাপেক্ষ। আমার জানা কলেজেই ২২ জন শিক্ষকে সুরেশ খাশি, প্রমোশন পাননি। এদের ব- ফুলবাড়ীয়া, ছাত্রী আছেন, যার রেজাল্ট পড়ান ভাল অথচ কি দুর্ভাগ্য পদোন্নতি বঞ্চিত হলেন।

যাহোক সবার ভেতর এক করছে ডেপু জুরের মতো অনভিপ্রেত মামলার আশঙ্ক হবেন কিনা কর্তৃপক্ষের ন আতঙ্কে ভুগছেন। আশা ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবেন এসিআর সমস্যার কথা সমস্যার কথা না বলে পার তখন যত্নভর বদলি। এটা ছেন আলী,

ওরফে জুবে, ময়মনসিংহ।
গ- আঃ গফুর,
গ- নান্দাইল,

মনির উদ্দিন, নান্দাইল,
ওরফে রসে, নান্দাইল,
ফাফ উদ্দিন খা, থানা- খিশাল,

মামলা নং-৩, তারি ৩০২/ ৩৪ দঃ বি ২৪৩(২)৯৮।
মামলা নং-৪, ধারা-৪৫৭/৩৬৫/৩: আর নং-২৮৭(২)৯৮ খিশাল থাঃ মাঃ ১০-৩-২০০০,

৭৬(২)২০০০ ধা ৪৪৮/৩২৩/৩২৬/৩ খিশাল থাঃ মাঃ ৬-১২-৯৯, জি, ৭ ধারা-১৪৩/ ৪৪৮/ ১১৪ দঃ বিঃ।

খিশাল থাঃ মাঃ ২০-৬-৯৪, জি, ৭ ধারা-২৭৯/ ৩০৪(খ) ফুলবাড়ীয়া থাঃ মাঃ ২৩-১২-৯৭, জি, ৩ ধারা-১৯৯০ সনের আইনের ২০ ও ২২(খ) খিশাল থাঃ মাঃ ৯-৯-৯৫, জি, আর ৭ ৪০৬ দঃ বিঃ।
ফুলবাড়ীয়া থাঃ মাঃ ৮-১-৯৯ জি, আর ধারা- ১৪৩/ ৪৪৭ ৪২৭/ ৩৪ দঃ বিঃ ত ২৬(১-ক)